নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখলেই থিয়েটারের মৃত্যু

নৃপেন্দ্র সাহা

এ বারের বিশ্বনাট্য দিবস ভারতের সর্বস্তরের নাট্যকর্মী তথা সমগ্র ভারতবাসীর কাছে এক গৌরবময় দিন। ২৭মার্চ বিশ্বনাট্য দিবস পালনের ৪১তম বছরে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও অভিনয় শিল্পী গিরিশ কারনাড আন্তর্জাতিক বাণী প্রচারের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিশ্বনাট্য দিবস পালনের উদ্‌গাতা ও আহ্বায়ক আই.টি. বা ইন্টারন্যাশানাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট। এঁদেরই উদ্যোগে গিরিশ কারনাড প্রেরিত বাণীর মধ্য দিয়ে বিশ্বের শতাধিক রাষ্ট্রের নানা-ভাষী মানুষ জানতে পারলেন খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী রচিত ভারতের নাট্যশাস্ত্রের কথা, জানতে পারলেন প্রাচীনতম নাট্যশাস্ত্রের লোকশিক্ষা দানের ব্যাপকতম ও অনুপুঙ্খ আয়োজনের কথা, জানতে পারলেন থিয়েটারের সমকালীন দায়বদ্ধতার কথা।

বিশ্বনাট্য দিবস পালনের মূল লক্ষ্যই হল বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি, সৌভ্রাতৃত্ব ও শান্তি রক্ষা করে চলা; সেইসঙ্গে নাট্যকলার মাধ্যমে প্রয়োগশিল্পের জগতে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আন্তর্জাতিক আদানপ্রদানকে প্রসারিত করা, নাট্যশিল্পীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রের নিজস্ব সৃজনশীলতায় উৎসাহদান এবং বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের বৈষয়িক উন্নয়নের রূপরেখা নির্মাণে নাট্যকলার অপরিহার্যতা সম্পর্কে জনমতকে সচেতন করে তোলা।

বিশ্বনাট্য দিবস পালনের এই লক্ষ্য নির্ধারণ ও উদ্যোগ গ্রহণের মূলে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত ইউরোপ ও এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও মৈত্রীকে দৃঢ় করে শান্তি অক্ষুন্ন রাখার তাগিদ। রাষ্ট্রসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কোর সার্বিক সহযোগিতায় ১৯৪৬ সালে পারি-তে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ সম্মেলনে ইউনেস্কোর মহাঅধিকর্তা দার্শনিক জুলিয়ান হাক্সলির উৎসাহে নাট্যকলার উন্নয়নে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এবং সেই প্রস্তাব অনুসারে মরিস কুর্টজ ও নাট্যকার জে বি প্রিস্টলের তৎপরতায় পরের বছর ইউরোপের বেশ কিছু দেশের নাট্যব্যক্তিত্ব সপ্তাহব্যাপী আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নেন ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট গঠনের এবং সেইমত আশু ও সুদূরপ্রসারী কর্মসূচী নিয়ে ১৯৪৮ সালে প্রাগ শহরে অনুষ্ঠিত প্রথম কংগ্রেসে আই ডি আই গঠিত হয় ১৬টি দেশের নাট্যপ্রতিনিধিদের নিয়ে। সূচনায় ১২টি দেশ সদস্য হয়েছিল, তারপর থেকে বিভিন্ন সময়ে সদস্য দেশ বাড়তে বাড়তে ৯০ দেশের সদস্য নিয়ে আজকের আই টি আই। এছাড়া সহযোগী সদস্য নেওয়া হয়েছে এবং তার সংখ্যা চার। সেই চারটি সহযোগী সংস্থা আমাদের দেশ ভারত থেকে। প্রসঙ্গত বলে নেওয়া যায় আর একটি সংস্থাও সহযোগী সদস্য হবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছে এই ভারত থেকে। সেই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের সর্বভারতীয় নাট্যচর্চার অন্যতম কেন্দ্র পশ্চিমবাংলার পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি। গতবছর ২০০১ সালে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস পালনের লক্ষ্যে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ কেন্দ্রের আয়োজনে আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব ও আই টি আই-র চারটি কমিটির বৈঠক বসে। সেই বৈঠকের একটি হল এশিয়া প্যাসিফিক ব্যুরো। এই ব্যুরো গঠিত হয়েছে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে। এই বৈঠকে আই টি আই বাংলাদেশ কেন্দ্রের সভাপতি রামেন্দু মজুমদারের প্রস্তাবে আই টি আই কার্যকরী সচিব শ্রীমতী জেনিফার এম ওয়ালপোলের আগ্রহে কোরিয়া, চীন, জাপান, নেপাল ও বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমিকে সহযোগী সদস্য

করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নাট্য আকাদেমির পক্ষে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে এই বৈঠকে বর্তমান প্রতিবেদক উপস্থিত ছিলেন। আনন্দের কথা, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাট্যকার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছেই আই টি আই প্রধান লিখিত প্রস্তাব পাঠান। এবং সেই প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর অভিমতসহ নাট্য আকাদেমির কার্যকরী কমিটির বৈঠকে সহর্ষ অভিনন্দন সহ গৃহীত হয়।

সমগ্র ভারতের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবাংলার নাট্যচর্চার যে ঐতিহ্য ও সংগ্রামমুখর বর্তমান, তাতে পশ্চিমবাংলার সার্বিক নাট্যচর্চার এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অনেক দেরিতে হলেও স্বাগত। এবারের বিশ্বনাট্য দিবস পালনের তাৎপর্য পশ্চিমবাংলায় তাই একটি বিশেষ মাত্রা পেয়ে গেল। বহিরঙ্গন-এর উদ্যোগে গতবছর ঝিনাট্য দিবস বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়েছিল। এবার তাতে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পূর্ণ সহযোগিতা করেছে; সেই সঙ্গে বহিরঙ্গন-এর ৫২টি সদস্য নাট্য দলের পাশাপাশি বহুরূপী, পি এল টি, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, অন্য থিয়েটার, চার্বাক, সুন্দরম, থিয়েটার কমিউন, সায়ক, শূদ্রক, চুপকথা, নাট্যায়ন, সংস্তব, থিয়েটারওয়ালা, চেতনা, সমীক্ষণ, একুশ শতক প্রভৃতি গ্রুপ থিয়েটার সহযোগী শক্তির রূপে পাশে এসে মিছিলে উৎসবে অংশ নিয়েছে।

আক্ষেপ একটাই, যে বছর আই টি আই গঠিত হয়, সেই বছর অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকেই বহুরূপী আজও সক্রিয় রয়েছে। তার আগে ১৯৪৩ সাল থেকে গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বে সারা দেশ জোড়া সাংস্কৃতিক ও গণমুখী নাট্য আন্দোলনের প্রবাহ বহমান। বহুরূপীর শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র এবং সামান্য পরে আর্বিভূত লিটল থিয়েটার গ্রুপের উৎপল দত্ত ও শ্রীমতী শোভা সেন এবং প্রায় এঁদের সমসাময়িক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃজনশীলতার কালপর্বে এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অধিক কাম্য ছিল। শম্ভু মিত্র ও উৎপল দত্তের মতন দুই নাট্যব্যক্তিত্বই ঝিনাট্যের দরবারে ছয় বা সাতের দশকেই আমন্ত্রিত হয়ে ঝিনাট্য দিবসের বাণী দিতে পারতেন। এবং সেটাই হত আমাদের বঙ্গীয় নাট্যচর্চার প্রকৃত স্বীকৃতি। আক্ষেপ এই, এঁরা এবং উত্তরকালের কেউ কেউ বিশ্বনাট্য জগৎ নানান সময়ে পরিক্রমা করেছেন, একাধিক আন্তর্জাতিক সেমিনারে আহুত হয়ে ভাষণ দিয়েছেন, কেউ কেউ একক বা গোষ্ঠিগত ভাবে নাট্যপ্রযোজনা নিয়েও গেছেন, কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আমরা যেন পিছিয়েই ছিলাম।

আমাদের নাট্যপ্রযোজনার মান বিশ্বের বহু দেশের মানের সমপর্যায়ের সে-কথা বিদেশি নাট্যব্যক্তিত্বরাই আমাদের জানিয়েছেন। তাই দেরিতে হলেও আশা, ঝিনাট্য দিবসের ডাকে সাড়া দিয়ে ভারতের বর্তমান সৃজনশীল নাট্যকারদের মধ্যে গিরিশ কারনাডের এ সম্মান আমাদের সবার এবং সেইসঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের নাট্যকর্মীদেরও গর্বের।

এবারের বিশ্বনাট্য দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে এমন এক সংকট সময়ে যখন, সারা বিশ্বে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ এমন এক আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের চেহারা নিয়ে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে যে তার মোকাবিলা করাটা অত্যন্ত জরী এবং সে মোকাবিলা আবার যে পদ্ধতিতে করা হচ্ছে এবং যে শক্তি করেছে তাও আবার সমর্থনযোগ্য নয়। সন্ত্রাসী হামলার নায়ক লাদেনকে খুঁজতে সমগ্র আফগানবাসীর জনজীবনে নামিয়েআনা হয়েছিল মৃত্যুর বিভীষিকা, তবে স্বস্তির যে মৌলবাদী তালিবানি শক্তিকে উচ্ছেদ করা গেছে, আফগানবাসীদের জীবনে বোরখা, অশিক্ষা ও অসংস্কৃতির অপনোদন ঘটেছে, মানুষ আবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। আমাদের রহমৎ তার মিনিকে খুঁজে পেয়েছে।

পশ্চিমবাংলার দুটি নাট্যদলের সাম্প্রতিক নাটক হল ঐ গ্রিক নাটকের আগামেমননের কন্যা ইলেক্টার মতই মিনি বলছে, কীভাবে আমি পেশ করব আমার অভিযোগের তালিকা? নাটক 'মিনুর স্বপ্ন', নাট্যদল ঋত্বিক, বহরমপুর। আর একটি গোষ্ঠী নাট্যঙ্গন, ফরাক্কা। এঁদের সাম্প্রতিক জনপ্রিয় পথনাটক প্রযোজনা 'তালিবান সাহেবান'। গণনাট্য সংঘ, উৎপল দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাসের যুগ থেকেই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মৌলিক অধিকার পশ্চিমবাংলার নাট্যকর্মীরা বহন করে চলেছেন, এই একুশ শতকের সূচনাপর্বেও তা থেকে এঁরা বিচ্যুত নন।

এবারের ঝিনাট্য দিবসের বাণীতে গিরিশ কারনাডের সময়োচিত চেতাবনি হল থিয়েটার যখন নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে চলতে চায়, তখনই সে তার মৃত্যু পরোয়ানায় সই করে।' সত্যি তাই, গিরিশ কারনাডকে আমরা আশ্বস্ত করতে পারি, তাঁর দেশের এই রাজ্য পশ্চিমবাংলার প্রায় সহস্র নাট্যগোষ্ঠির অন্তত অর্ধেক যাঁরা গ্রাম বাংলা জুড়ে সক্রিয় নাট্যসৃজনে নিরন্তর ব্রতী তাঁরা কিন্তু নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থের চেয়ে স্বদেশ ও বিশ্বের সকল শান্তিপ্রিয় মানুষের স্বার্থকেই বড় করে দেখেন এবং দেখাতে চান। তাঁরা থিয়েটারকে কখনওই নিরাপদ দূরত্বে রেখে সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোনে নিমগ্ন থাকেন না; তাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করেন বিশ্বায়নের বিদ্ধে 'তৃতীয় যুদ্ধ', মুক্ত বাণিজ্য উদার অর্থনীতির বিদ্ধে 'মুরগী', 'কাকতাড়ুয়া', সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর বিদ্ধে 'দুঃসময়', আন্তর্জাতিক মাফিয়া ও অপহরণের চক্রের বিদ্ধে 'আক্রমণ', 'আক্রমণের পরে' মানবীয় সংস্কৃতির ওপর দুঃসাহসিক ধর্মীয়া হামলার বিদ্ধে 'ছেঁড়া ক্যানভাস', পুলিসি দমনপীড়নের বিদ্ধে মানবাধিকারের দলিল 'মৃত্যু না হত্যা', ক্ষমতালোভী কুরাজনীতির বিদ্ধে মনসামঙ্গল যুদ্ধের সন্ত্রাসের বিদ্ধে 'মগ্ন রক্ত বিফলতা' এবং 'ক্ষমা করব না'-র মত নাট্য নির্মাণ করে।

ঝিনাট্য দিবস উপলক্ষে আই টি যা চান, আই পি টি এ-র উত্তরাধিকার সূত্রে পশ্চিমবাংলার নাট্যজগতের বৃহত্তর অংশই সেই প্রতিবাদী নাট্য ভাষায় দৃশ্যকাব্যর নিরন্তর সৃষ্টি করে চলেছে যা আমাদের মানবতার শত্রুকে চেতনায় শাণিত তরবারির মত আঘাত করে।

২০০০ সালের ঝিনাট্য দিবসের বাণীতে কানাডার কুইবেক শহরের নাট্যকার মিশেল ট্রেম্বল বলেছিলেন, 'অভিযুক্ত করা, দায়ী করা, উদ্বুদ্ধ করা, বিচলিত করা-এসবই কি নাটকের ভূমিকা নয়?' আমরাও তো এরকমই ভাবি।

(শ্রী নৃপেন্দ্র সাহার সৌজন্যে প্রাপ্ত ও পুনঃ মুদ্রিত)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com